কালের কণ্ঠ
03 APR 2014
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2

ঢাকা কলেজে বারবার অস্ত্রবাজি ছাত্রলীগের

এস এম আজাদ ▶

দখল ও চাঁদাবাজির আধিপত্য নিয়ে বিরোধে দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা কলেজকে উত্তপ্ত করে তুলছে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। ঢাকা কলেজে একের পর এক অস্ত্র প্রদর্শন, গুলিবর্ষণ, এমনকি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েও তারা থাকছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। সর্বশেষ গত রবিবার রাতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে তাদেরই দুই গ্রুপ ক্যাম্পাসকে রণক্ষেত্র বানিয়েছে। তবে ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতৃত্ব ও কলেজ প্রশাসন পরিস্থিতির দায় এড়িয়ে যাচ্ছে। গত বছর নভেম্বরে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা গুলি করে হত্যা করে কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান আল ফারুককে। গত চার মাসেও ফারুকের খুনিদের গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ এ ঘটনায় জড়িতদের বহিষ্কার করলেও অভিযুক্তরা এখনো রাজনীতিতে সক্রিয়।

ঢাকা কলেজের কয়েকজন ছাত্র পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে জানান, গত ছয় বছরে ঢাকা কলেজে কমিটি গঠন, হল দখল, ফুটপাতে চাঁদাবাজি, হোটেলে খাও থাওয়া, ছিনতাইয়ের মালপত্র ভাগবাটোয়ারা ও চোরাই পণ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অন্তত এক ডজন গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। প্রকাশ্যে গুলিবর্ষণ, বোমাবাজি, বহিরাগতদের নিয়ে মহড়া এবং অর্ধশতাধিক ছাত্র গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায়ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের টনক নড়েনি। সর্বশেষ ফারুক হত্যাকাণ্ডের পর কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রলীগ ব্যবস্থা নেয়। তবে সাধারণ ছাত্রদের মতে সেটি ছিল আইওয়াশ বা লোকদেখানো।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, একের পর এক সংঘর্ষের সময় শত শত রাউন্ড গোলাগুলির ঘটনা ঘটলেও এসব কাজে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারে নেই কোনো পদক্ষেপ। সাধারণ শিক্ষার্থীদের আশঙ্কা, পল্লব ও সুইম গ্রুপের অস্ত্রধারীরা হলে ফেরায় আরো সংঘাত হতে পারে।

সর্বশেষ সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ৩০ নভেম্বর গভীর রাতে চাঁদাবাজির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ফুয়াদ হাসান পল্লব ও সাধারণ সম্পাদক সাকিব হাসান সুইমের গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলি হয়। ওই সময় কলেজের ইন্টারন্যাশনাল হলের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান ওই হলের দ্বিতীয় তলার ২০৯ নম্বর কক্ষের ছাত্র ফারুক (প্রাণিবিদ্যা বিভাগের)। গুলিতে মনোবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র রাকিব হোসেন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র সুলতান মাহমুদ ও সাগ্র আহত হন। রাকিব কালের কণ্ঠকে বলেন, কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক উজ্জ্বল খান ও তাঁর সহযোগী একটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটায়। এ বিষয়ে কথা বলায় সুইম ও তাঁর গ্রুপের কর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়। উজ্জ্বল সভাপতি পল্লব গ্রুপের অনুসারী। এ কারণে পল্লবের গ্রুপের কর্মীরা ওই হামলায় অংশ নেয়।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের পর ফারুকের দরিদ্র স্বজনরা ঝামেলা এড়াতে কোনো মামলা করেনি। তবে অভিযুক্ত এক পক্ষের প্রধান কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সুইম সভাপতি গ্রুপের ২৩ জনের নাম উল্লেখ করে নিউ মার্কেট থানায় হত্যা মামলা করেন। এর কয়েক দিন পর ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে মামলা করেন কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি পল্লব। দুটি মামলারই তদন্তভার নিউ মার্কেট থানার ওপর ন্যস্ত করা হয়। তবে তদন্তে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ছাত্রলীগ সূত্রে জানা যায়, সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশেই পল্লব-সুইম একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা করেন, যাতে কেন্দ্র থেকে সমঝোতা করে দেওয়া যায়। তবে কোনো মামলায়ই ঘটনার মূল হোতা কলেজ ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে আসামি করা হয়নি। তাঁদের আগের মতোই দলীয় কর্মসূচিতে সরব দেখা গেছে।

জানা যায়, ৩০ নভেম্বরের ঘটনার সূত্রপাত হয় সুইমের বন্ধু পলাশসহ দুজনের নিউ মার্কেট এলাকার ফুটপাত থেকে চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে। আর গত রবিবার রাতে সাকিব হাসান সুইমের অনুসারী রিংকু রহমান ও আগের কমিটির প্রচার সম্পাদক সোহেল রানার গ্রুপের মধ্যে আধিপত্য নিয়ে গোলাগুলি হয়। এক ঘণ্টা পর পুলিশ হলে তল্লাশি চালিয়ে কয়েকটি দেশীয় অস্ত্র জব্দ করে। তল্লাশির সময় পরিচয়পত্র না থাকায় ২০ জনকে আটকও করা হয়। সূত্র জানায়, ফারুক হত্যাকাণ্ডের পর কলেজ ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত করা হয়। শিগগিরই নতুন কমিটি গঠিত হওয়ার কথা। সোহেল সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী। রিংকুও পদপ্রত্যাশী। তাঁদের পেশিশক্তি প্রদর্শনের সূত্র ধরেই শুরু হয় সংঘাত।

▶ নেপথ্যে দখল ও চাঁদাবাজির আধিপত্য

▶ বহিষ্কার হয়েও সরব ওরা, হত্যা মামলায় নাম নেই নেতাদের

সিএনজি অটোরিকশার ভাড়া বাড়ছে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

সিএনজি অটোরিকশার ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে না। গতকাল বুধবার দুপুরে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে অটোরিকশা মালিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন। অন্যদিকে মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, নতুন ট্যাক্সিক্যাবের ভাড়া এখনো চূড়ান্ত হয়নি। দুপুরে যোগাযোগমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ঢাকা মহানগর সিএনজি অটোরিকশা মালিক-সমিতি ঐক্য পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ঐক্য পরিষদের নেতারা অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধ, যথাযথভাবে মিটার অনুসরণ করা এবং যাত্রী হয়রানি বন্ধের বিষয়ে আশ্বস্ত করেন মন্ত্রীকে। সভা শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের মন্ত্রী জানান, আপাতত নতুন করে সিএনজি অটোরিকশার ভাড়া বৃদ্ধি করা হচ্ছে না।

সভায় বিআরটিএর পরিচালকের (প্রশাসন) নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ ছাড়া কমিটিতে বিআরটিএর দুজন প্রকৌশলী এবং সিএনজি অটোরিকশা মালিক সমিতি ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের চারজন প্রতিনিধি থাকবেন।